রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুন ১৫, ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

(আইসিটি-২ শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৯ মে ২০১৪

নং **৫৬.০০.০০০০.২৮.২২.০০৬.১৪.২৯০**—সরকার "তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্য অনুদান প্রদান সম্পর্কিত (সংশোধিত) নীতিমালা-২০১৩" অনুমোদন করেছে। ইহা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রুমানা খোরশেদ
সহকারী সচিব।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

বাংলাদেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশ হিসাবে গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী কর্মসূচী ঘোষণা করিয়াছে। সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাইয়া দেওয়া, শিক্ষার মান উন্নত করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করাসহ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহারই ধারাবাহিকতায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগাইবার জন্য সরকার দেশের আইসিটি খাতে গবেষণা ও শিক্ষায় প্রণোদনা প্রদান করিবার লক্ষ্যে ফেলোশিপ ও বৃত্তি চালু করিয়াছে। সেই সাথে সরকার আইসিটি খাতে উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রমকে উৎসাহ প্রদান করিবার লক্ষ্যে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। ইহার জন্য একটি নীতিমালার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় সরকার এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হইল।

১.০. এই নীতিমালা **"তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্য অনুদান প্রদান সম্পর্কিত (সংশোধিত) নীতিমালা-২০১৩"** নামে অভিহিত হইবে। এই নীতিমালার ০২(দুই) টি অংশ থাকিবে। ১ম অংশ গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি বিষয়ক এবং ২য় অংশ উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্য অনুদান বিষয়ক।

২.০. উদ্দেশ্যাবলী :

২.১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে উচ্চ শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি;

২.২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জনে এবং গবেষণা কাজে উৎসাহ প্রদান;

২.৩. স্থানীয় ও লাগসই তথ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনে উৎসাহ প্রদান;

২.৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এবং জনসেবায় ব্যবহার ও প্রচার; এবং

২.৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট যে-কোনো বিষয়ে প্রাণোদনা প্রদান।

১ম অংশ: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান।

৩.০ ফেলোশিপ কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা:

৩.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ফেলোশিপ কার্যক্রমের প্রশাসনিক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকিবে। ফেলোগণের শিক্ষা/গবেষণার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/গবেষণা সংস্থার তত্ত্বাবধানে থাকিবে। ফেলোশিপ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/গবেষক সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে প্রতি ০৬ (ছয়) মাস অন্তর গবেষণার অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ এবং প্রয়োজনবোধে উপস্থাপনা প্রদান করিবেন। প্রতিবেদন, গবেষণা প্রবন্ধ ও সেমিনার মূল্যায়নের জন্য সরকার একটি মূল্যায়ন কমিটি (১১.০. এর গ অংশে বর্ণিত) গঠন করিবে। মূল্যায়ন কমিটির পরামর্শক্রমে সরকার ফেলোশিপের নবায়ন অথবা অবসানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। গবেষণায় আশানুরূপ অগ্রগতি না হইলে অথবা অসদাচরণের প্রমাণ পাওয়া গেলে সরকার যে কোন সময় ফেলোশিপ বাতিল করিতে পারিবে। তাহাছাড়া গবেষকদের গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি ও লব্ধ জ্ঞান বিষয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বছরে এক বা একাধিকবার সেমিনার, কর্মশালা, মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠান করিতে পারিবে এবং ইহাতে গবেষণা সমাপ্ত করিয়াছেন এইরূপ গবেষকগণ এবং গবেষণা করিতেছেন এইরূপ গবেষকগণ অংশগ্রহণ করিবেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

একটি বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে ফেলোশিপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করিবে এবং একটি বাছাই কমিটি ও একটি এওয়ার্ড কমিটির (অনুচ্ছেদ ১১.০ এর ক ও খ অংশে বর্ণিত) মাধ্যমে গবেষক বাছাই করিবে।

৩.২. বিদেশে ফেলোশিপ ও বৃত্তির সংখ্যা মোট ফেলোশিপের সংখ্যার শতকরা ২৫ (পঁচিশ) ভাগের বেশী হইবে না।

৩.৩. দেশের সামগ্রিক মুদ্রাস্ফীতি ও অন্যান্য পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া ফেলোশিপের হার প্রতি অর্থ বৎসরে যৌক্তিকভাবে পুনর্নির্ধারণ করা হইবে।

৩.৪. অগ্রাধিকার: ফেলো নির্বাচনের ক্ষেত্রে পিএইচডি ক্যাটাগরির ফেলোদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

৪.০. ফেলোশিপের আওতায় গবেষণার বিষয়সমূহ:

৪.১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে ফেলোশিপ দেওয়া হইবে:

কম্পিউটার কৌশল, কম্পিউটার বিজ্ঞান, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও কৌশল, তথ্য প্রযুক্তি, যোগাযোগ প্রযুক্তি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, সফটওয়্যার বিজ্ঞান বা কৌশল, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস, বিজনেস ইনফরমেশন সিস্টেমস, ইনফরমেশন সিস্টেমস, প্রকৌশল ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা, তথ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, ইনফরমেশন আসিউরেন্স, ইলেকট্রনিক্স ও টেলিযোগাযোগ, ইনস্ট্রাকশনাল টেকনোলজি, ই-কমার্স, যোগাযোগ কৌশল, তথ্য ও যোগাযোগ কৌশল, গ্রীন টেকনোলজি, ই-গভর্ন্যান্স।

৪.২. উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ বাস্তবতার নিরিখে প্রতিবছর হালনাগাদ করা হইবে।

৫.০. মাস্টার্স/এম ফিল ফেলোশিপ:

৫.১. **মাসিক ভাতার হার:** দেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে মাস্টার্স অথবা এম ফিল ফেলোশিপ হিসাবে, প্রথম বৎসর মাসিক ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা এবং ২য় বৎসর মাসিক ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হইবে।

৫.২. বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে পূর্ণ টিউশন ফি, বিমান ভাড়া ও দেশভিত্তিক সংগতিপূর্ণ লিভিং অ্যালাউন্স এওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হইবে। গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে এই ফেলোশিপের আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থ যদি অপ্রতুল বিবেচিত হয় সেই ক্ষেত্রে এওয়ার্ড কমিটির অনুমতি গ্রহণ করিয়া আবেদনকারী বাকী অর্থ অন্যকোন উৎস হইতে সংস্থান করিতে পারিবেন।

৫.৩. **আনুষাঙ্গিক খরচ:** মাস্টার্স/এম ফিল এর ক্ষেত্রে ফেলোগণকে সর্বোচ্চ এককালীন ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা আনুষাঙ্গিক খরচ প্রদান করা যাইবে।

৫.৪. **থিসিস সুপারভাইজর/তত্ত্বাবধায়কের ভাতা:** মাস্টার্স/এম ফিল থিসিস তত্ত্বাবধায়কের জন্য এককালীন ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা সম্মানী প্রদান করা হইবে।

৫.৫. **মেয়াদ:** মাস্টার্স অথবা এম ফিল ফেলোশিপ এর মেয়াদ সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর হইবে।

৫.৬. **ফেলোশিপ আবেদনকারীর যোগ্যতা:** অন্য কোন সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে প্রস্তাবিত গবেষণার জন্য কোন প্রকার ফেলোশিপ, অনুদান গ্রহণ করেন না,এইরূপ বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়, সমমানের কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুচ্ছেদ-৪.০ এ উল্লিখিত কোন তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন ক্যাম্পাস (On Campus) এবং সার্বক্ষণিকভাবে (Full Time) স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে শুধুমাত্র থিসিস (Thesis) গ্রুপে অধ্যয়নরত/গবেষণারত থাকিলে নিম্নোক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে তিনি তথ্য প্রযুক্তি ফেলোশিপের জন্য আবেদন করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন। ফেলোশিপ এর জন্য স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক পর্যায়ে-সিজিপিএ ৩.০০ (স্কেল ৪.০ এর ক্ষেত্রে) এবং সিজিপিএ-৪.০০ (স্কেল-৫ এর ক্ষেত্রে) অথবা প্রথম শ্রেণী/সমমান অথবা ৬০% বা তদূর্ধ্ব নম্বর থাকিতে হইবে। গবেষণার বিষয়বস্তু যদি জাতীয় পর্যায়ে ই-সেবা/ই-গভর্ন্যান্স/আইসিটি বিষয়ক উদ্ভাবনী কাজে বিশেষ অবদান রাখিবে বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে আবেদনকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা যাইতে পারে।

৫.৭. **ফেলোশিপ নবায়ন:** সন্তোষজনক অগ্রগতির ক্ষেত্রে মাস্টার্স ফেলোশিপ নবায়ন করা যাইবে। দুই বৎসর মেয়াদী এম,এস/এম,ফিল/সমমান শ্রেণীতে (গবেষণা/থিসিস গ্রুপে) ১ম বৎসরে ফেলোশিপপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী/গবেষকদের ১ম বৎসরের সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যায়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন, এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনারে উপস্থাপনার অভিজ্ঞতা, প্রথম বছরের পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল এবং ফেলোশিপ মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশক্রমে ২য় বৎসরের জন্য ফেলোশিপ নবায়ন করা যাইবে।

৬.০. **ডক্টরাল ফেলোশিপ ঃ**

৬.১. মাসিক ভাতার হার ঃ দেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ডক্টরাল ফেলোশিপের আওতায় বৃত্তির পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ

১ম বৎসর মাসিক- ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা,

২য় বৎসর মাসিক- ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা,

৩য় বৎসর মাসিক- ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা, এবং

৪র্থ বৎসর যদি সময় বর্ধিত করা হয়, তাহা হইলে [একবারে ৬ (ছয়) মাসের অধিক সময় বর্ধিত করা যাইবে না] মাসিক ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা। [উল্লেখ্য স্বল্পতম সময়ে পিএইচডি শেষ করা উৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে ৪র্থ বৎসরের মাসিক ভাতা কম রাখা হইয়াছে।]

৬.২. বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ঃ নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৫.২-এর অনুরূপ।

৬.৩. আনুষাঙ্গিক খরচ ঃ পিএইচডির ক্ষেত্রে ফেলোগণকে সর্বোচ্চ এককালীন ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা আনুষাঙ্গিক খরচ প্রদান করা যাইবে।

৬.৪. থিসিস সুপারভাইজার/তত্ত্বাবধায়কের ভাতা ঃ ডক্টরাল থিসিস তত্ত্বাবধায়কের জন্য এককালীন ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা সম্মানী প্রদান করা হইবে।

৬.৫. মেয়াদ ঃ ডক্টরাল ফেলোশিপের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৪ (চার) বৎসর হইবে।

৬.৬. যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ ঃ পিএইচডি গবেষণা ফলাফল যেহেতু আন্তর্জাতিক জার্নালে ও সেমিনারে উপস্থাপনের বাধ্যবাধকতা আছে, সেহেতু পিএইচডি ফেলোগণকে এক বা একাধিক সেমিনারে গবেষণা ফলাফল উপস্থাপন করিবার জন্য সর্বোচ্চ দু লক্ষ টাকা পর্যন্ত যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ হিসাবে প্রদান করা যাইতে পারে।

৬.৭. বিদেশে আংশিক অধ্যয়ন ঃ দেশে অধ্যয়নরত কোন পিএইচডি গবেষক যদি তাহার গবেষণার কোন অংশ তাহার সুপারভাইজারের সুপারিশক্রমে কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পন্ন করিতে চাহেন, সেই ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এক বৎসর সময়ের জন্য পূর্ণ টিউশন ফি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), বিমান ভাড়া ও দেশভিত্তিক সংগতিপূর্ণ লিভিং অ্যালাউন্স হিসাবে এওয়ার্ড কমিটি নির্ধারিত যুক্তিসংগত পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হইবে।

৬.৮. আবেদনকারীর যোগ্যতা ঃ অন্য কোন সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে প্রস্তাবিত গবেষণার জন্য কোন প্রকার ফেলোশিপের/অনুদান গ্রহণ করেন না, এইরূপ বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়/সমমানের কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুচ্ছেদ ৪.০-এ উল্লিখিত কোন তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন ক্যাম্পাস (On Campus) এবং সার্বক্ষণিকভাবে (Full Time) পিএইচডি অধ্যয়নরত/গবেষণারত থাকিলে নিম্নোক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে তিনি তথ্য প্রযুক্তি ফেলোশিপের জন্য আবেদন করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন। ফেলোশিপের জন্য স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সিজিপিএ -৩.০০ (স্কেল ৪.০ এর ক্ষেত্রে) এবং সিজিপিএ -৪.০০ (স্কেল ৫.০ এর ক্ষেত্রে) অথবা প্রথম শ্রেণী/সমমান অথবা ৬০% বা তদুর্ধ্ব নম্বর থাকিতে হইবে। গবেষণার বিষয়বস্তু যদি জাতীয় পর্যায়ে ই-সেবা/ই-গভর্ন্যান্স/আইসিটি বিষয়ক উদ্ভাবনী কাজে বিশেষ অবদান রাখিবে বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে আবেদনকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা যাইতে পারে।

৬.৯. নবায়ন ঃ সন্তোষজনক অগ্রগতির ক্ষেত্রে ডক্টরাল ফেলোশিপ নবায়ন করা যাইবে। পিএইচডি ১ম বৎসরের ফেলোশিপপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী/গবেষকদের ১ম বৎসরের সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন, এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনারে উপস্থাপনার অভিজ্ঞতা প্রথম বছরের পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল এবং ফেলোশিপ মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশক্রমে ২য় বৎসরের জন্য ফেলোশিপের নবায়ন করা যাইবে। পিএইচডি ২য় বছরে ফেলোশিপপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী/গবেষকদের ১ম দুই বৎসরের সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতি সাপেক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন, এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনার প্রদানের অভিজ্ঞতা, দেশী/বিদেশী পিয়ার রিভিউড (Peer Reviewed) জার্নালে এক বা একাধিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ এবং ফেলোশিপ মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশক্রমে ৩য় বা ক্ষেত্রমতে সর্বোচ্চ ৪র্থ বৎসরের জন্য ফেলোশিপের নবায়ন করা যাইবে।

৭.০. **পোষ্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ ঃ**

৭.১. দেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে পোষ্ট ডক্টরাল ফেলোগণকে মাসিক ৬০,০০০ (ষাট হাজার) টাকা প্রদান করা হইবে।

৭.২ বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ভাতার হার ঃ নীতিমালার অনুচ্ছেদ ৫.২ এর অনুরূপ।

৭.৩. ফেলোশিপের মেয়াদ ঃ পোষ্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ এর মেয়াদ সাধারণভাবে ৬ (ছয়) মাস হইবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে আরও ৬ মাস বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

৭.৪. ফেলোশিপ আবেদনকারীর যোগ্যতা ঃ অন্য কোন সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হইতে প্রস্তাবিত গবেষণার জন্য কোন প্রকার ফেলোশিপের/অনুদান গ্রহণ করেন না, এইরূপ বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়/সমমানের কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুচ্ছেদ ৪.০ এ উল্লিখিত কোন তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডিধারী কোন গবেষক অন ক্যাম্পাস (On Campus) এবং সার্বক্ষণিকভাবে (Full Time) তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পোষ্ট ডক্টরাল গবেষণারত থাকিলে তিনি এই ফেলোশিপের জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবেন।

৭.৫. ফেলোশিপ নবায়ন ঃ পোষ্ট ডক্টরাল ফেলোশিপপ্রাপ্ত গবেষককে ২য় ছয় মাসের জন্য ফেলোশিপ নবায়নের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক/সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক ১ম ছয় মাসের গবেষণা কর্মের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে প্রত্যয়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সুপারিশ দাখিল করিতে হইবে।

৮.০. **ফেলোশিপের জন্য আবেদন আহ্বান ও জমা প্রদানের পদ্ধতি ঃ**

৮.১. আবেদন আহ্বান ঃ প্রতি অর্থ বৎসরে একবার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা যাইবে। বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হোক বা না হোক আইসিটি বিভাগের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সারা বৎসরব্যাপী অনলাইনে আবেদন করা যাইবে। প্রতি বৎসর সর্বনিম্ন তিনবার (জুলাই, নভেম্বর ও মার্চ) বাছাই কমিটি ও এওয়ার্ড কমিটি পূর্ববর্তী ৪ মাসে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ হইতে ফেলোশিপ প্রদানের জন্য প্রার্থী বাছাই করিবেন।

৮.২. আবেদন ফরম সংগ্রহ ও জমাদান ঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে অনলাইনে ফেলোশিপের জন্য আবেদন করিতে হইবে।

৯.০. **আবেদনপত্রের সাথে আবশ্যিকভাবে নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে ঃ**

৯.১. সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার অনুলিপি (সনদ ও মার্কসীট)

৯.২. বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কোর্সে ভর্তির সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও ভর্তির রশিদ। বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথম ভর্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অফার লেটার প্রাথমিকভাবে বিবেচনা করা যাইবে। কিন্তু দ্বিতীয় কিস্তির ফেলোশিপের অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে আবেদনের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির রশিদ অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে।

৯.৩. "আবেদনকারী একজন সার্বক্ষণিক শিক্ষার্থী/গবেষক" এই মর্মে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় প্রধানের প্রত্যয়নপত্র। প্রত্যয়নপত্রে বিভাগীয় প্রধানের নাম, প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা থাকিতে হইবে।

৯.৪. তত্ত্বাবধায়কের প্রতিস্বাক্ষরিত প্রস্তাবিত গবেষণা প্রস্তাবের অনুলিপি। অনুলিপিতে তত্ত্বাবধায়কের নাম, প্রাতিষ্ঠানিক ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা থাকিতে হইবে।

৯.৫. সরকারি/বেসরকারি সকল প্রার্থীকে "অন্য কোন সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হইতে উক্ত শিক্ষা/গবেষণার জন্য কোন প্রকার ফেলোশিপ/অনুদান গ্রহণ করেন না" মর্মে ৩০০ (তিন শত) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে ঘোষণা দিতে হইবে।

৯.৬. সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, বিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত প্রার্থীগণকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করিতে হইবে।

৯.৭. পোষ্ট ডক্টরাল ফেলোশিপের জন্য অন্যান্য কাগজপত্রের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রদত্ত আমন্ত্রণপত্র আবেদনের সাথে দাখিল করিতে হইবে।

১০.০. **ফেলোশিপ নবায়নের জন্য নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে ঃ**

১০.১. ফেলোশিপপ্রাপ্ত এম,এস/এম,ফিল অধ্যয়নরত/গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রী/গবেষকদের পরবর্তী বৎসরে ফেলোশিপ নবায়নের জন্য (i) ফেলোশিপ প্রাপ্তির সরকারি পত্রের অনুলিপি, (ii) পূর্ববর্তী বৎসরে সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন, (iii)তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন, (iv) এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনারে উপস্থাপনার অভিজ্ঞতা অথবা প্রথম বছরের পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল বিবরণী।

১০.২. ফেলোশিপপ্রাপ্ত পিএইচডিতে অধ্যয়নরত/গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রী/গবেষকগণ ফেলোশিপ নবায়নের জন্য (i) ফেলোশিপ প্রাপ্তির সরকারি পত্রের অনুলিপি, (ii) পূর্ববর্তী বৎসরসমূহে সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন, (iii) তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন, (iv) এক বা একাধিক গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনারে উপস্থাপনার অভিজ্ঞতা, (v) দেশী/বিদেশী পিয়ার রিভিউড (Peer Reviewed) জার্নালে এক বা একাধিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশনা।

১০.৩. পোষ্ট ডক্টরাল ফেলোশিপপ্রাপ্ত গবেষক ২য় ছয় মাসের জন্য ফেলোশিপ নবায়নের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক/সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক ১ম ছয় মাসের গবেষণাকর্মের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে প্রত্যয়ন, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সুপারিশ দাখিল করিতে হইবে।

১১.০. **ফেলো নির্বাচন ও ফেলোদের কাজের মূল্যায়ন কমিটি ঃ**

আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর যোগ্য প্রার্থীদের বাছাই/সুপারিশ করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ কমিটিসমূহ থাকিবে ঃ

ক) বাছাই কমিটি ঃ

১। যুগ্ম-সচিব (আইসিটি), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ-আহ্বায়ক

২। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের নিম্নে নয়)-সদস্য ৩-৫। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক পর্যায়ক্রমে প্রতি বৎসর পরিবর্তন সাপেক্ষে ইউজিসি অনুমোদিত বাংলাদেশের ৩ (তিন)টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার কৌশল/কম্পিউটার বিজ্ঞান/তথ্য প্রযুক্তি)/তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি/ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ৩ (তিন) জন মনোনীত অধ্যাপক—সদস্য।

৬। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি—সদস্য

৭। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপ-সচিব পর্যায়ের)—সদস্য

৮। আইসিটি অধিদপ্তর এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের নিম্নে নয়)—সদস্য

৯। বেসিস এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি—সদস্য

১০। উপ-সচিব (আইসিটি), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ—সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধি ঃ বাছাই কমিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রার্থীদের দাখিলকৃত আবেদন যাচাই ও সাক্ষাৎকার/উপস্থাপনা গ্রহণপূর্বক ফেলোশিপ/অনুদান প্রদানের জন্য প্রার্থী নির্বাচন করিবে। কমিটি বাছাইকৃত প্রার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করিয়া এওয়ার্ড কমিটির নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করিবে। বাছাই কমিটি প্রয়োজনবোধে নির্দিষ্ট সংখ্যক বিশেষজ্ঞ সদস্যের সমন্বয়ে একটি সাব কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

খ) এওয়ার্ড কমিটি গঠন ঃ বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ফেলোশিপ/অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে প্রণীত তালিকা চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে বিভাগ নিম্ন বর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট এওয়ার্ড কমিটি থাকিবে;

১। সিনিয়র সচিব/সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	- সভাপতি
২। যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ	- সদস্য
৩। যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৪। যুগ্ম-সচিব (আইসিটি), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	- সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

১। এই কমিটি বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রার্থীর তালিকা হইতে ফেলোশিপ এবং অনুদান প্রাপ্তির তালিকা চূড়ান্ত করিবে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উপযুক্ত মনে করিলে এই কমিটি কোন কেইস বাছাই কমিটির পুনর্বিবেচনার জন্য পরামর্শ প্রদান করিবে।

২। এই কমিটি বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত ফেলোদের বিমান ভাড়া ও দেশভিত্তিক সংগতিপূর্ণ লিভিং অ্যালাউন্স পর্যালোচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ নির্ধারণ করিবে।

৩। এই কমিটি আবেদনকারীর বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ফেলোশিপের অর্থ অপ্রতুল বিবেচিত হইলে প্রার্থীর আবেদনের ভিত্তিতে তাহাকে বা তাহাদেরকে অন্য কোন উৎস হইতে আংশিক খরচ মিটানোর অনুমতি প্রদান করিবে।

৪। ফেলোশিপ নবায়ন বিষয়ে অনুমোদন করিবে।

গ) মূল্যায়ন কমিটি ঃ

১। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক মনোনীত তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক—আহ্বায়ক

২। নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল/তাঁর মনোনীত একজন পরিচালক—সদস্য

৩। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ-এর একজন যুগ্ম-সচিব—সদস্য

৪। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মনোনীত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের একজন অধ্যাপক—সদস্য।

৫—৭। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক প্রতি বৎসর পর্যায়ক্রমে ইউজিসি অনুমোদিত বাংলাদেশের ৩ (তিন) টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার কৌশল/কম্পিউটার বিজ্ঞান/তথ্য প্রযুক্তি/তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি/ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ৩ জন মনোনীত অধ্যাপক—সদস্য।

৮। উপ-সচিব (আইসিটি), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ—সদস্য সচিব

কমিটির কার্যপরিধি ঃ মূল্যায়ন কমিটি ফেলোশিপ অথবা অনুদানপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের কাজের মূল্যায়ন করিবে এবং ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের ফেলোশিপ অথবা অনুদান নবায়ন অথবা প্রয়োজনে বাতিলের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ প্রেরণ করিবে। কমিটি প্রয়োজনবোধে নির্দিষ্ট সংখ্যক বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে একটি সাব কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

১২.০ ফেলোশিপের মূল্যায়ন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশের সময়সীমা ঃ

১২.১. মূল্যায়ন প্রতিবেদন ঃ প্রতি ৬ (ছয়) মাস অন্তর অন্তর ফেলোগণকে তাহাদের তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে গবেষণা কর্মের অগ্রগতি প্রতিবেদন এই বিভাগে দাখিল করিতে হইবে।

১২.২. সমাপনী প্রতিবেদন ঃ ফেলোগণ ফেলোশিপ সমাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে তাহাদের তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করিবেন এবং উপস্থাপন করিবেন। প্রতিবেদনের সাথে সফট কপিসহ থিসিস/গবেষণাপত্র-এর একটি কপি মন্ত্রণালয়ে জমা দিবেন। সফট কপিসহ চূড়ান্ত প্রতিবেদন ও থিসিস/গবেষণাপত্র-এর কপি এই বিভাগে যৌক্তিক কারণ ব্যতিরেকে জমা দিতে ব্যর্থ হইলে ফেলোশিপ বাবদ প্রদত্ত অর্থ আংশিক/সম্পূর্ণ সরকারকে ফেরৎ প্রদানে বাধ্য থাকিবেন।

১২.৩. সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভা ঃ ফেলোগণকে গবেষণা কার্যক্রমের লব্ধজ্ঞান বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদানের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বছরে এক বা একাধিকবার সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভার আয়োজন করিবে। উক্ত সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভায় গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছেন এরূপ ফেলোদের মধ্যে এই বিভাগ কর্তৃক মনোনীত ফেলোগণ অংশগ্রহণ করিবেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক মনোনীত ফেলো/ফেলোগণ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনসহ আলোচনায় অংশগ্রহণ করিবেন।

১৩.০ ফেলোশিপের ভাতা প্রাপ্তি ঃ

দেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত ফেলোগণ নির্বাচনের শর্ত মোতাবেক নির্ধারিত ফরমে ও নিয়মে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাসিক ভিত্তিতে বিল দাখিল করিবেন। প্রতি অর্থ বছরে ২ (দুই) কিস্তিতে ফেলোশিপের অর্থ অগ্রিম হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে চেকের মাধ্যমে প্রদান করিবে। বিদেশে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ফেলোগণকে তাদের স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়নপত্র দাখিল সাপেক্ষে ফেলোশিপের অর্থ অগ্রিম হিসাবে কিস্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোনো তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে ফেলোর বিদেশস্থ ব্যাংক হিসাব নম্বরে প্রেরণ করা হইবে।

১৪.০ বিধি ঃ

১৪.১ গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অন্যত্র চলিয়া গেলে নুতন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। সেই ক্ষেত্রে নতুন তত্ত্বাবধায়ক এর নাম, পদবি, ঠিকানা ইত্যাদি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে যথাসময়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

১৪.২. কোন কোন গবেষণা ক্ষেত্রে একাধিক প্রতিষ্ঠানে গবেষণা চালানো প্রয়োজন হইতে পারে। এই অবস্থায় ফেলোগণের প্রধান তত্ত্বাবধায়কসহ একাধিক সহযোগী তত্ত্বাবধায়ক থাকিতে পারিবে। সেই ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ফেলোগণের প্রাপ্য সম্মানী কত হইবে তাহা এওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১৪.৩. ফেলোশিপের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে ফেলোশিপ পরিত্যাগ করিলে (কোন প্রতিবেদন জমা দেওয়া ব্যতিরেকে) অথবা ফেলোশিপ সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিতে ব্যর্থ হইলে ফেলোশিপ বাবদ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সমুদয় অর্থ সরকারকে ফেরত দিতে সংশ্লিষ্ট ফেলো বাধ্য থাকিবেন এবং এই মর্মে ৯.৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ৩০০ (তিন শত) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে ঘোষণায়/চুক্তিপত্রে বিষয়টি উল্লেখ করিতে হইবে। অধিকন্তু বিদেশে অধ্যয়ন/গবেষণাকারীদের পক্ষে বাংলাদেশে বসবাসরত একজন উপযুক্ত Guarantor কর্তৃক ৩০০ (তিনশত) টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করিতে হইবে যে, ফেলো কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র সঠিক এবং মনোনীত ফেলো গবেষণা/কোর্স সম্পন্ন না করিলে অথবা গবেষণা/কোর্স পরিত্যাগ করিলে তিনি গৃহিত সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদান করিবেন।

১৪.৪. ফেলোশিপ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করিতে হইবে। অনলাইনে আবেদন করিবার ব্যবস্থাসহ আবেদনকারী/ফেলোশিপ প্রাপ্তরা যাতে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে সাক্ষাৎকার বা উপস্থাপনা করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

২য় অংশ ঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উদ্ভাবনীমূলক কাজে উৎসাহ প্রদানের জন্য ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান।

১৫.০. অনুদান প্রদানের ক্ষেত্র ও পরিমাণ ঃ

১৫.১. দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ও জনসেবায় অবদান রাখিতে সক্ষম এমন উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে এওয়ার্ড কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে কিস্তিতে অনুদান প্রদান করা যাইবে।

১৫.২ উদ্ভাবনী কাজের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের কাজের মেয়াদকাল, জনবল ও আর্থিক সংশ্লেষ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া বাছাই ও এওয়ার্ড কমিটি প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহকে ক) ছোট, খ) মাঝারী, গ) বড় এই তিন শ্রেণীভুক্ত করিবে। অনুদানের পরিমাণ ছোট প্রকৃতির উদ্ভাবনী কাজের প্রকল্পের জন্য সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা, মধ্যম প্রকৃতির উদ্ভাবনী কাজের প্রকল্পের জন্য ৫,০০,০০১ (পাঁচ লক্ষ এক) টাকা হইতে ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা এবং বড় ধরণের উদ্ভাবনী কাজের প্রকল্পের জন্য ১০,০০,০০১ (দশ লক্ষ এক) টাকা হইতে ২০,০০,০০০ (বিশ লক্ষ) টাকা হইবে।

১৫.৩ বাস্তবতার নিরিখে প্রয়োজন হইলে এই অনুদানের পরিমাণ ২০,০০,০০০ (বিশ লক্ষ) টাকার উর্ধ্বে অনধিক ২৫,০০,০০০ (পঁচিশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত ধার্য করা যাইবে। তবে এরূপ অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যক্তির পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানকে প্রাধান্য দেওয়া হইবে। এরূপ অনুদানের ক্ষেত্রে অনুদানের সমুদয় অর্থ এককালীন প্রদানের পরিবর্তে দুই কিস্তিতে প্রদান করা হইবে। সর্বোচ্চ ২০,০০,০০০ (বিশ লক্ষ)

টাকা কিস্তিতে প্রদান করা যাইবে এবং এই নীতিমালার ১১(গ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক প্রথম কিস্তিতে প্রদত্ত অনুদানের অর্থ ব্যয়ের যথার্থতা মূল্যায়ন এবং এ কমিটিতে সুপারিশের ভিত্তিতে প্রথম কিস্তির অর্থ প্রদানের অনূন্য ৬ (ছয়) মাস পরে অনুদানের অবশিষ্ট অর্থ দ্বিতীয় কিস্তি হিসেবে প্রদান করা হইবে।

১৫.৪. উদ্ভাবনী কাজের প্রণোদনার লক্ষ্যে সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজন এবং কোন প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করিবার জন্য আইসিটি বিভাগের সচিবের অনুমোদনক্রমে কোন প্রতিষ্ঠানকে এককালীন অনুদান প্রদান করা যাইবে।

১৬.০. অনুদানের অর্থ প্রাপ্তির উৎস ঃ বিভাগের রাজস্ব বাজেটে বিশেষ অনুদান খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ এবং সময় সময় উন্নয়ন প্রকল্পে অনুরূপ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে এ অনুদান প্রদান করা হইবে।

১৭.০. অনুদান প্রদান পদ্ধতি ঃ

১৭.১. এই নীতিমালার ১১-এর (ক) (খ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত বাছাই কমিটি ও এওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে অনুদান প্রদানের জন্য প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করা হইবে।

১৭.২. এই নীতিমালার ১১-এর (গ) এ বর্ণিত মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক অনুদানপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান-এর কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হইবে।

১৭.৩ প্রতি অর্থ বৎসরে বিধি মোতাবেক একবার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হইবে। বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সারা বৎসরব্যাপি অনলাইনে আবেদন করা যাইবে। প্রতি বৎসর সর্বাধিক তিনবার (জুলাই, নভেম্বর ও মার্চ) বাছাই কমিটি ও এওয়ার্ড কমিটি পূর্ববর্তী ৪ মাসের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ হইতে অনুদান প্রদানের জন্য ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বাছাই করিবে।

১৭.৪. কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একই অর্থ বৎসরের জন্য একাধিক আগ্রহ ব্যক্তকরণ পত্র কিংবা দরখাস্ত জমা দেওয়া যাইবে। তবে একই ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে একই অর্থ বছরে বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া একাধিকবার অনুদান প্রদান করা যাইবে না।

১৭.৫. ব্যক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্রসহ এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিজস্ব প্যাডে নিবন্ধিত সনদপত্রসহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আগ্রহ ব্যক্তকরণপত্র কিংবা দরখাস্ত জমা দিতে হইবে। জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকিলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রশাসন/সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরের প্রত্যয়নপত্র ও নাগরিকত্ব সনদ দাখিল করিতে হইবে।

১৭.৬. 'বাছাই কমিটি' বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদনগুলি বাছাই ও অর্থায়নের জন্য সুপারিশসহ তালিকা প্রস্তুত করিবে। এই কাজের জন্য বাছাই কমিটি প্রয়োজনে আবেদনকারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং প্রয়োজনে আবেদনকারীর উপস্থাপনা নিতে পারিবেন। বাছাই কমিটিতে প্রস্তাবনার বিষয়ভিত্তিক কোন বিশেষজ্ঞ না থাকিলে প্রয়োজনবোধে এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ কো-অপ্ট করিতে পারিবেন।

১৭.৭. 'এওয়ার্ড' কমিটি বাছাই কমিটির সুপারিশকৃত তালিকা বিবেচনা করিয়া অনুদানের অর্থ প্রদানের জন্য প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করিবে।

১৭.৮. অনুদানের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোনরূপ অনিয়ম হইলে কিংবা কোন প্রকার অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান অনুদানের সম্পূর্ণ অর্থ সরকারের নিকট ফেরত দিতে বাধ্য থাকিবে।

১৭.৯. অনুদানের অর্থ ব্যবহারের বিষয়টি মূল্যায়ন কমিটি, বিভাগের কর্মকর্তা/মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্তৃক মনিটর করা হইবে এবং পরিবীক্ষণে গৃহীত/চলমান কার্যক্রম সন্তোষজনক বলিয়া প্রতীয়মান না হইলে অনুদানের অর্থ সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক বাতিলপূর্বক ফেরত লওয়া হইবে।

১৮.০. অনুদান প্রদানের জন্য মনোনীত কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান অনুদানের অর্থ নির্ধারিত অর্থ বৎসরের মধ্যে যথাযথভাবে ব্যবহারে অসমর্থ হইলে মঞ্জুরীকৃত সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অর্থ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে বিভাগে ফেরত দিতে হইবে।

১৯.০. প্রাপ্ত অনুদান দ্বারা বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পাদন শেষে মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে সমাপনী প্রতিবেদন বিভাগে দাখিল করিতে হইবে।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd